

এতাবশ্যমেবাহ, তন্মামগ্রহণাদিভির্যো ভক্তিয়োগঃ সাক্ষাৎভক্তিরিতি । এবকারেণাত্বা-  
বৃত্তং স্পষ্টয়তি, ভগবতীতি । নামগ্রহণাদিচাপি যদি কৰ্ম্মাদৌ তৎসাদৃশ্যাদ্যর্থঃ  
প্রযুক্তান্তে তদা তন্ত্ৰ পরন্তং নাস্তি তুচ্ছফলার্থঃ প্রযুক্তেন তদপরাধাদিত্যর্থঃ । তথৈব  
ক্ষয়িষ্ণুফলদাতৃশ্চ ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৬ । ৩ । শ্রীযমঃ স্বভটান্ ॥ ২২ ॥

পুরুষসকলের অর্থাৎ জীবমাত্রের পরধর্ম—সার্বভৌম ধর্ম । ইহাই সর্ব-  
শাস্ত্রসম্মত, ইহার অধিক ধর্ম কিছুই হইতে পারে না । সেই এই সার্বভৌম  
ধর্মটিই বা কি ? অর্থাৎ যে ধর্মে সর্বজীবের সমান অধিকার, এবস্তৃত শব্দটিই  
বা কি ? তাহাই বলিতেছেন—সেই হরির নামগ্রহণ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীভগবানে  
ভক্তিয়োগের আবির্ভাব লাভ করা অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভক্তিটি অনুষ্ঠান করা ।  
এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে—যিনি যে ধর্ম অনুষ্ঠান করুন, সেই ধর্মে যদি  
শ্রীভগবানের প্রতি প্রাণে আকুলতা না আইসে, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান  
পশুশ্রম মাত্র । মূল শ্লোকে “এতাবানেব”—এই এবকারের উল্লেখ থাকাতে  
অন্য সাধনের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ বাধাটি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছে । আরও মূল  
শ্লোকে “ভগবতি”—এই পদটি প্রয়োগ থাকাতে ইহাও বুঝাইতেছে  
যে—শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ-কীর্তনাদিও যদি কৰ্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি সাধনের  
সফলতা সম্পাদনের জন্য প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই শ্রীনাম শ্রবণ-  
কীর্তনাদি দ্বারা যে শ্রীভগবান্কে ভক্তি করা হয়, সেই ভক্তিয়োগের শ্রেষ্ঠত্ব  
নাই । যেহেতু অন্তরিরপেক্ষ ভক্তিয়োগ কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদি সাধনের যে তুচ্ছ ফল,  
সেই তুচ্ছ ফলের জন্য প্রযুক্ত হয় বলিয়া ভক্তিয়োগের নিকটে অপরাধই  
হইয়া থাকে । অর্থাৎ তাহার সেই অনুষ্ঠিত ভক্তিয়োগটিতে নামাপরাধই  
উদ্গম্ করিয়া থাকে এবং সেই নাম-কীর্তনাদি দ্বারা বিনাশশীল লাভ হইয়া  
থাকে । কিন্তু শ্রীহরির চরণে পরম পুরুষার্থরূপ প্রেমফল লাভ করিতে  
পারা যায় না ; যেহেতু অন্য সাধনের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া শ্রীনামাদি  
শ্রবণ-কীর্তন করিলে সেই শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ ভক্তিয়োগ সেই সাধকের প্রতি  
অপ্রসন্ন থাকেন । সুতরাং সাক্ষাৎ ভক্তিয়োগের মুখ্য ফল প্রেমলাভে  
বঞ্চিত থাকিতে হয় । যেমন কোনও একটি সদাচারসম্পন্ন সামর্থ্যশালী  
ব্রাহ্মণকে অন্য কোন হীনচারসম্পন্ন জাতি বা ব্যক্তির সহিত বসাইলে  
সেই ব্রাহ্মণ তাহার প্রতি কখনও প্রসন্ন হইতে পারে না ; তেমনি ভক্তি-  
পরতন্ত্র জ্ঞান-কৰ্ম্মাদি সাধনের সহিত অন্তরিরপেক্ষ সর্বসাধন ফলদানে সমর্থ  
ভক্তিয়োগটি মিশ্রিত করিয়া সাধন করিলে ভক্তিয়োগ কখনও এই সাধকের  
প্রতি প্রসন্ন হইতে পারে না এবং নিজ মুখ্যফল প্রেমদান করিতে কুণ্ঠিত